কবিতা

মণিশংকর বিশ্বাস

ওয়াগন ব্রেকারের প্রেমিকা

তারপর কখনো-বা আমার শরীর ছুঁয়ে রাত্রি নেমেছে—
অন্য প্রান্তে তোমার মুখ—অবসন্ন, মন্থর
যেন জ্যোৎস্নার অধঃক্ষেপে ডুবে যাচ্ছে মালগাড়ি
সিগন্যালম্যানের মাথা হেলে পড়ছে
ভিজে কাঠের সিঁড়ির বস্তু-ব্যাপকতায়—
ভাঙা শার্শির কাচে ফুটে উঠছে দূরের পাহাড়,
পাইপগানের মতো দুর্গ।
অর্থাৎ দেশি মদ হয়ে উঠছে পরিখার জল
আর বিড়ালের থাবার ভিতরে সাপের খোলসের মতো
উড়ন্ত তোমার মুখ, মেরি সোনম কাপুর...

১লা অক্টোবর

এই দিনে বহুদিন আগে সূর্য ডুবে গেছে
গভীর রাতের দিকে বৈরাগীর ছেলে ঘরে ফেরে
হাতে তার কুণ্ঠিত গোলাপের চারা।
অজানা আশঙ্কা ভয়ে বুক কাঁপে ঝিলের জলের।
মানসিক হাসপাতালের বারান্দায়
হারানো সুরের মতো চাঁদ ওঠে
ময়ূরকণ্ঠী নৌকার মতো ছিপছিপে পাপগুলি মনে করে
দেহরসে দ্বীপ জ্বলে উঠে নিভে যায়।
হে ঈশ্বর, হৃদয়হরণ, এখন তোমার থেকেও দূরে
ঘটিহাতা ব্লাউজ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা—
আর তার ব্যাকুল হারমোনিয়ামের বেলো

একা

পাখিরা জানে, আকাশ মানে
শুধু জেগে থাকা
বিশাল একটা শূন্যতা নয়।

তাই মহাকাশ বরাবর হাঁটি।

অন্য গ্রহ থেকে দেখলে মনে হয়
আমিও হাঁটছি মহাকাশে, নক্ষত্রআলোয়, একা

প্রিয় ভাস্করদা

সদ্যমৃত কেউ—

বিকেলের নরম আলোয়
এখনো বসে আছে
গাছতলায়—
কোথাও কেউ নেই
শুধু পায়ের কাছে
পাখিরা রয়েছে
আর ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে
ভিজে যাচ্ছে চুল…

দূরবীন

মনে পড়ে চোখাচোখি—তোমার তাকানো
মৃদু হাসি, কোমল মুখের রেখা, সংলাপবিহীন।
আমার ভিতরে একা যেই বাঁশবন, নিঝুম দুপুর
তোমার চোখের ’পরে তারই ছায়া—
পাখপাখালির ধ্বনি।

ও চোখ জানে না দূরে
নলবন জলার ওপারে, গাছের আড়াল থেকে—

কেউ তাকে দূর থেকে
কাছে টেনে নেয়।

পাঠক

মনে করো আমি কোন প্রশ্নের আগে ইতস্তত-করাটুকু।

তোমাকে টপকে যাই, আলটপকা
যেভাবে পাখির ঝাঁক পার হয়
দিনের বেলার চাঁদ—
চাঁদের ওপারে যায়— বালিহাঁসরেখা—

অজান্তে নিজেকে ছোঁয়ার মতো
তোমাকেও মনে পড়ে, কখনো-বা।

তুমি— হত্যাদৃশ্যে খুনির জামার রঙে
নভোনীল।

Copyright © 2019 Manishankar Biswas Published 1st Nov, 2019

মণিশংকর বিশ্বাস এককালে ঠাকুরনগরে ছিলেন বিনয় মজুমদারের প্রতিবেশী, বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ানিবাসী। ‘গান্ধার’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গান্ধার থেকেই প্রথম কবিতা সংকলন, “নম্র বৈশাখী ও নীলিমার অন্যান্য আয়োজন”। কবিতার বই “চন্দনপিঁড়ি” প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে। ২০২০-র কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিতব্য কবিতাবই ‘অশ্রুতরবার’।